সংবাদ

তারিখ: 10 FEB 2014 ... পৃষ্ঠা ৮ ... কলাম ৬

আদালতের নির্দেশনা জাল

গফরগাঁওয়ে এসএসসি পরীক্ষার নামে কোটি টাকা নিয়ে উধাও জামায়াত নেতা প্রধান শিক্ষক

● শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ ও থানা ঘেরাও

প্রতিনিধি, গফরগাঁও

ভুয়া, জেএসসি পাসবিহীন ও নিবন্ধনহীন আড়াই শতাধিক ছাত্রছাত্রীকে চলতি এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়ার নামে কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ের রৌহা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও জামায়াত নেতা মারুফ আহম্মেদ। গতকাল থেকে শুরু হওয়া এ পরীক্ষার তিনদিন আগে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশন, পরীক্ষার ফরমপূরণ ও প্রবেশপত্র সরবরাহের সার্বিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করেও শেষ মুহূর্তে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড এই বিদ্যালয়ের এসব ছাত্রছাত্রীকে প্রবেশপত্র সরবরাহ করেনি। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এ বিষয়ে রৌহা উচ্চ বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে দাখিল করা উচ্চ আদালতের নির্দেশনাটি জাল চিহ্নিত হওয়ায় তারা প্রবেশপত্র সরবরাহ করেনি। প্রবেশপত্র না পেয়ে কয়েকশ শিক্ষার্থী ও অভিভাবক [illegible] পর্যন্ত ১২টা পর্যন্ত সময়ে গফরগাঁও পৌরশহরে বিক্ষোভ মিছিল করে। একপর্যায়ে প্রধান শিক্ষককে গ্রেফতারের দাবিতে শিক্ষার্থীরা থানা ঘেরাও করে এবং ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে পরীক্ষা কেন্দ্রের সামনে অবস্থান ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে। এ ছাড়াও উপজেলার কমপক্ষে ৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ঢাকার প্রায় শতাধিক শিক্ষার্থী জালিয়াতি করে গফরগাঁও উপজেলার ৩টি পরীক্ষার কেন্দ্র থেকে এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে।

শিক্ষক : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৫

শিক্ষক : জামায়াত নেতা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের একটি সূত্র জানায় উচ্চ আদালতের নির্দেশনা থাকায় পরীক্ষা শুরুর তিনদিন আগে চারটি স্কুলের ছাত্রছাত্রীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। রাজধানীর মিরপুরের উত্তর কাফরুল উচ্চ বিদ্যালয়ের ৪২ জন, ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ের রৌহা উচ্চ বিদ্যালয়ের ৯০ জন, টঙ্গীর নূরু টেক্সটাইল মিল হাইস্কুলের ৩৯ জন এবং গাজীপুরের স্যাংগুয়াং উচ্চ বিদ্যালয়ের ৫০ জন। এর মধ্যে রৌহা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী বাদে বাকিদের প্রবেশপত্র দিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (মাধ্যমিক) তপন কুমার সরকার বলেন, এর মধ্যে রৌহা উচ্চ বিদ্যালয়ের দাখিল করা ছাত্রছাত্রীরা জেএসসি পরীক্ষায় পাস তো দূরের কথা জেএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণই করেনি। এছাড়া রৌহা উচ্চ বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ৯০ জন পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগদানে উচ্চ আদালতের যে নির্দেশনা শিক্ষা বোর্ডে জমা দেয়া হয়েছে তা জাল বলে প্রমাণিত হয়েছে।

জানা যায়, প্রতিবছরের মতো এ বছরেও উপজেলার রৌহা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গফরগাঁও পৌরসভা জামায়াতের সাবেক আমির ও উপজেলা ইসলামী ছাত্র শিবিরের সাবেক সভাপতি মারুফ আহম্মেদ রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকার ২৫০ জন এসএসসি পরীক্ষার্থীকে তার বিদ্যালয় থেকে পরীক্ষা দেওয়ানোর কথা বলে প্রত্যেকের কাছ থেকে ৩০ থেকে ৫০ হাজার টাকা করে গড়ে প্রায় ১ কোটি টাকা আদায় করে। গত শনিবার দুপুরের পর থেকেই রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে মাইক্রোবাস, বাস, প্রাইভেটকার রিজার্ভ করে হাজির হতে থাকে কয়েকশ পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবক। তারা পৌরশহরের বিভিন্ন রাস্তায় দামি প্রাইভেটকার কিংবা মাইক্রোবাস থামিয়ে হাত বাড়িয়ে পথচারীদের কাছে খোঁজ করছিল রৌহা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মারুফ আহম্মেদের রৌহা গ্রামের বাড়ি ও রৌহা উচ্চ বিদ্যালয়ের ঠিকানা।

এই শিক্ষার্থীরা শনিবার রাতে রৌহা উচ্চ বিদ্যালয়ে আসে প্রবেশপত্র নেয়ার জন্য। কিন্তু বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও জামায়াত নেতা বিদ্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে পালিয়ে যায়। পরে শিক্ষার্থীরা সারা রাত বিদ্যালয়ের মাঠে অবস্থান নিয়ে সকালে তার গ্রামের বাড়িতে গেলে প্রধান শিক্ষককে খোঁজে না পেয়ে গফরগাঁও ইসলামিয়া সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় পরীক্ষা কেন্দ্রে আসে। এ সময় পরীক্ষা কেন্দ্র সচিব নুরুল ইসলাম শিকদার শিক্ষার্থীদের জানায় তাদের কোন প্রবেশ পত্র বা পরীক্ষা দেয়ার অনুমতি সম্পর্কে তিনি কিছু জানেন না। এতে শিক্ষার্থীরা হতাশ হয়ে একপর্যায়ে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। পরে তারা পৌর শহরে বিক্ষোভ মিছিল করে এবং মিছিল শেষে প্রধান শিক্ষক মারুফ আহম্মেদকে গ্রেফতারের দাবিতে গফরগাঁও থানা ঘেরাও করে এবং পরীক্ষা চলাকালীন পরীক্ষা কেন্দ্রের সামনে ১৪৪ধারা ভঙ্গ করে অবস্থান কর্মসূচি ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও কেন্দ্র কমিটির সভাপতি মো. রেজাউল বারী ও গফরগাঁও থানার অফিসার ইনচার্জ মাহাবুবর রহমান আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার কথা বলে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীদের শান্ত করে।

ঢাকার বারিধারা এলাকার আনোয়ার হোসেন সিফাত জানায়, সে গফরগাঁওয়ের নয়ণাহবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ২০১৩ সালের জেএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে উত্তীর্ণ হয়। ২০১৫ সালে তার এসএসসি পরীক্ষা দেয়ার কথা। কিন্তু ৫০ হাজার টাকা দিয়ে এ বছরেই সে এসএসসি পরীক্ষা দেয়ার জন্য রৌহা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মারুফ স্যারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল। টঙ্গী এলাকার অভিভাবক রেহেনা হোসেন জানায়, তার দুই মেয়ের পরীক্ষার জন্য ৯০ হাজার টাকা পরিশোধ করেছে কিন্তু প্রবেশপত্র পায়নি। হুমায়রা হোসেন, মীম জানায়, তারা টঙ্গী ছফির উদ্দিন সরকার একাডেমিতে লেখাপড়া করত। কিন্তু এই বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পরীক্ষা দিতে পারবে না বিধায় রৌহা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মারুফ আহম্মেদকে ৪০ হাজার করে টাকা দেয় ফরম পূরণের জন্য। কিন্তু তারা এরপরও পরীক্ষা দিতে পারছে না। একই রকম বক্তব্য দিলেন বারিধারা চিলড্রেন একাডেমির শিক্ষার্থী শাম্মী আক্তার সুমা, মুগদা স্ট্যান্ডার্ড একাডেমির মিনহাজ আলম, মুকুল, সোমা আক্তার, শিমু, আঁখি ও সুমাইয়া। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, চলতি এসএসসি পরীক্ষায় উপজেলার দর্গাবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়, ছফির উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়, বেগম রাবেয়া উচ্চ বিদ্যালয়, বারইহাটি এবি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে একইভাবে ঢাকার শতাধিক পরীক্ষার্থী ফরম পূরণ করে পরীক্ষা দিচ্ছে গফরগাঁও ইসলামিয়া সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, খায়রুল্লাহ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ও বান্দিপাড়া আত্তর আলী উচ্চ বিদ্যালয় পরীক্ষা কেন্দ্রে। রৌহা উচ্চ বিদ্যালয়ের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক শিক্ষক ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সদস্য জানায়, চলতি বছরেও এ বিদ্যালয়ে নিয়মিত পরীক্ষার্থী ৮ জন তবে পরীক্ষা দিচ্ছে ৪৯ জন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও কেন্দ্র কমিটির সভাপতি মো. রেজাউল বারী বলেন, রৌহা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে নিয়মিত শিক্ষার্থীরা প্রবেশপত্র পেয়েছে। কিন্তু বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মারুফ আহম্মেদ বিগত বছরগুলোর মতো এই বছরেও দুই নম্বর পথে কিছু শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে ফরম পূরণের চেষ্টা করেছিল কিন্তু পারেনি। তাই ওই শিক্ষার্থীরা প্রবেশপত্র না পেয়ে বিক্ষোভ মিছিল ও থানা ঘেরাও করে। এই শিক্ষার্থীরা নিজের বিদ্যালয়ের নামও বলতে পারে না।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. শেখ মোহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান বলেন, রৌহা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতের নির্দেশনা জাল করা এবং প্রতারণা করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ চেষ্টার অভিযোগে শিক্ষা বোর্ডের পক্ষ থেকে মামলা করা হবে।